স্মৃতির ক্যালাইডোস্কোপ

সুকান্ত সরকার

কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সকালে হাঁটা-র অভ্যেস অনেকদিনের। পথ ভেজা ভেজা। আজকাল ঘরে ফ্যানের শব্দে রাত বাড়লে কেমন যেন বৃষ্টি বিভ্রম হয়। অপূর্ব-র ছেলেবেলার কথা মনে হল। সেই টিনের চালে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ আর মাকে জড়িয়ে ঘুম। না, সেই দিনগুলিই বড় ভালো ছিলো বলে মনে হয়।

এখন কী আগের মতই সব আছে? সন তারিখ আর মনে থাকে না। কিন্তু আকাশের ওই পেঁজা তুলোর মত মেঘ বলে দিচ্ছে এ নিশ্চয়ই শরৎ। আর কয়দিন পরে নিশ্চয়ই পুজো। তার মানে ...

তখন কত আর বয়েস। দুই ভাই কিন্ডারগার্টেন এ পড়ে। মহকুমা শহর হলেও অনেকটা গ্রামের মতই। বাড়ীর চারপাশে ধেনো জমি। সুড়কির পথ চলে গেছে মূল শহরের দিকে। বাবা কর্মী মানুষ। সারা দিনে বাবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ কম-ই হয়। তাই যত দাবি দাওয়া মার কাছে দুই ভাইয়ের। মা, বাবাকে বলো না পূজার জামা কবে বানিয়ে দেবে? মা-র কথায় কাজ হল। এক বিকেলে বাবার সাথে দুই ভাই বাজারে। জামার কাপড় তো কেনা হল। পাশেই স্বপন কাকুর সেলাইয়ের দোকান। মাপ নেওয়া হল।

... এখন বাড়ি যা। দিন পনের পরে আসিস।

বাড়ি এসে স্বপ্ন দেখা শুরু। নতুন জামা পরে এবার পূজা দেখা। উফ্ দিন আর কাটতেই চায় না।

আজ তো পনেরো দিন পেরিয়ে গেল না দাদা? চল স্বপন কাকুর দোকান। রাস্তা যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। ফুরোতে চায় না। এবার গেলেই হাতে নতুন জামা। ভাবতেই কেমন লাগছে!

নাহ্, যা ভেবেছিল হলো না। কাকু কাজে এত ব্যস্ত! মাথাই তুলতে চাইলো না।

... ও, কাকু...

... কী হল?

... আমাদের জামা?

... পরে আসিস।

... কালকে?

দিন দশেক পরে আয় দেখছি, এখন ব্যস্ত। বিরক্ত করবি না।

এভাবে আরো দিন দশেক। শুধু ঘুরে ঘুরে আসা। ওরা কী করে জানবে। বাবা এখনো জামা সেলাইয়ের পয়সা জোগাড় করে উঠতে পারেনি।

বাবার সাথে তেমন সখ্যতা কোনদিনই গরে ওঠেনি অপূর্ব-র। মার সাথে দুই ভাই পূজা দেখতে যাওয়া বেশ মনে পড়ে। এক রিক্সায় তিনজনে। বস্তুত তার আসন থাকতো মায়ের কোলেই। এই প্যান্ডেল সেই প্যান্ডেল করে শেষে ঘুম চোখে

বাড়ি ফেরা। একবার বেশ মনে পড়ে। অষ্টমী পূজার সন্ধ্যে। কালীবাড়িতে দরিদ্র ভোজন চলছে। ওই বয়সে দরিদ্র মানেই জানার কথা নয়। অনেকের দেখাদেখি কলাপাতা চেয়ে বসে পড়েছিল নাট মন্দির চত্বরে। গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে যখন উঠল, মা-র চোখে চোখ পড়তেই বুঝল আজ বিপদ আছে। আর কালীবাড়ির কথা মনে এলেই মা-র সাথে রাসলীলা শুনতে যাওয়ার কথাও স্মৃতিতে ভেসে উঠে। কথকের অপূর্ব কথন। সাথে নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী। সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠত।

...অপূর্ব-র আজ এত পুরনো কথা কেন মনে হচ্ছে? চোখের কোণ ঝাপসা হয়ে আসছে। সে কোথায় যে পড়েছিল স্মৃতি রোমন্থনের সাথে একটা দুঃখ জড়িয়ে থাকে। তবে কী ওই স্মৃতিগুলো দুঃখের ছিল?
এখন তার উত্তরসুরীরা তো জামা কাপড় সেলাই করতে কোনও স্বপন কাকুর দোকানে যায় না। কী সব বলে ওরা... আমাজন, ফ্লিপকার্ট, নেট। এ বয়সে এসবের কিছুই মাথায় ঢোকে না। আচ্ছা, স্বপন কাকুরা আজ হারিয়ে গেছে? ওদের শিল্পটা থাকবে না আর?